প্রথম আলো

OCT. 02 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি ১

লাদলির জালে শিক্ষার্থী নাকাল

কাররম হোসেন শুভ

া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এমফিল গবেষক আখতারুজ্জামানের ডিগ্রি ঝুলে আছে অ
বছর। পরীক্ষা কমিটির প্রধান অধ্যাপক এম এরশাদুল বারী এর জন্য দায়ী সাব্যস্ত হয়েছে
তি বছরের ৭ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বিষয়টি ওঠে। সেখ
সম্মত সিদ্ধান্তে অধ্যাপক বারীকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়।

ওই সভায় উপস্থিত শিক্ষকেরা জানান, কমিটির দুজন শিক্ষক গবেষণাপত্র দেখে অনুমো
লেও এরশাদুল বারী সেটা সংশোধন ও পরিমার্জন করতে বলেছিলেন। আখতারুজ্জামান
ষণাপত্রটি সংশোধন করে আবার জমা দেন ১৯৯৮ সালে। কিন্তু অধ্যাপক বারী এরপরও
ল রাখেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে তাকে একাধিক তাগাদাপত্র পাঠানো হলেও তিনি নী
কন। অবশেষে এ বছরের জুলাই মাসে গবেষক তার গবেষণাপত্রটি ফেরত চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়
ল নোটিশ পাঠান। অধ্যাপক বারী তখন বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখেন যে একে ডিগ্রি দেওয়া যায়

বিভাগীয় এক শিক্ষক জানান, আখতারুজ্জামানের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যা
ন্জুর রহমান পাটোয়ারী। শিক্ষক রাজনীতিতে অধ্যাপক বারী বিএনপি-জামায়াতপন্থী এ
্যাপক পাটোয়ারী ছিলেন আওয়ামীপন্থী। অধ্যাপক বারীর বিরুদ্ধে ডিন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি
করেছিলেন অধ্যাপক পাটোয়ারী। অনেক শিক্ষক মনে করেন আখতারুজ্জামানের নজিরবি
নটাই। অধ্যাপক পাটোয়ারী ২০০৪ সালে মারা যান। তার আগে তি

পর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩ ● আগামীকাল পড়ুন : শিক্ষকদের স্বার্থের অনেক মত

দলাদলির জালে শিক্ষার্থী নাকাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপাচার্যকে এক চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, অধ্যাপক বারী তার ছাত্রকে হয়রানি করছেন। তিনি পরীক্ষা কমিটির অপর দুই সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে ডিগ্রি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জানান, একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ চিঠি তিনি দেখেছেন। ওই সভা সিন্ডিকেটের কাছে সুপারিশ করেছে ঘটনার তদন্ত করে অধ্যাপক বারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এখন কর্তৃপক্ষ নতুন পরীক্ষা কমিটি করে আখতারুজ্জামানকে ডিগ্রি দেওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করছে।

ওদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র মোসাদ্দেক আলী প্রিন্স বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে এক লিখিত অভিযোগ ও উকিল নোটিশে তিনি বলেছেন, বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন শিক্ষকের রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় বিপন্ন হয়েছে তার শিক্ষাজীবন।

ছাত্রদলের সমর্থক প্রিন্স *প্রথম আলোকে* জানান, তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসউদ্দিন আহমেদ তার স্নাতক পরীক্ষার নম্বরপত্র এবং সনদ বছরখানেক আটকে রেখেছিলেন। এতে তার মাস্টার্সে ভর্তি, বিসিএস পরীক্ষা দেওয়া এবং একটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। প্রিন্সের ধারণা, অধ্যাপক আহমেদ আওয়ামী লীগের সমর্থক বলেই তাকে হয়রানি করেছেন। উকিল নোটিশের পর কর্তৃপক্ষ এসব কাগজপত্র তাকে দিতে বাধ্য হন। অধ্যাপক আহমেদ এ বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও প্রক্টরও কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

অনেক ছাত্রছাত্রী মনে করেন, ইদানীং এ জাতীয় হয়রানি যেমন বেশি হচ্ছে, তেমনি শিক্ষকের সংকীর্ণ রাজনৈতিক পক্ষপাত ও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে কাজে লাগিয়ে কিছু ছাত্র অন্যায় সুবিধাও নিচ্ছেন।

অনেক শিক্ষার্থী এমনও বলেন, পরীক্ষার খাতায় কোনো কোনো শিক্ষকের রাজনৈতিক মতাদর্শ বুঝে লিখলে নম্বর বেশি পাওয়া যায়।

২০০৫ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষায় ৫২ জন প্রথম শ্রেণী পান। এতজনের একসঙ্গে প্রথম শ্রেণী পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজিরবিহীন। ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন, বিভাগের শিক্ষক, বিএনপি-জামায়াতপন্থী অধ্যাপক আতাউর রহমান ছাত্রদল ও শিবিরকর্মীদের আগেই প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে দিয়েছিলেন।

গত বছর জুনে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক সভায় শিক্ষক ও অন্য সদস্যেরা এ ঘটনার তদন্ত দাবি করেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকেও জোর দাবি ওঠে। উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার নম্বরের টেবুলেশন শিট পরীক্ষা করে ত্রুটি পান এবং সেটা সংশোধন করেই বিষয়টি চুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিক্ষক সমিতি গভীরতর তদন্তের জোর দাবি তুললে চলতি বছরের ১ মার্চ

দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, সে সময় দৈনিক *আজকের কাগজে* একটি কোর্সের প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তখন অধ্যাপক রহমান তাকে বলেন, পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। সুতরাং পরীক্ষা চালু থাকে। কিন্তু এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে চাপ দিয়ে অধ্যাপক রহমানকে তার কাছে রাখা প্রশ্নপত্রগুলো জমা দিতে বাধ্য করা হয়। তিনি দাবি করেন এগুলো নিজের কাছে রাখার জন্য তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমতি নিয়েছিলেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল লতিফ অবশ্য এ কথা অস্বীকার করেছেন। বিষয়টির তদন্ত চলছে।

২০০৪ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষায় সাহাবুল হক সাবু প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। অন্য শিক্ষার্থীরা পক্ষপাতের অভিযোগ তোলেন। স্নাতক পরীক্ষায় সাবুর স্থান ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৩৭তম। গত বছর সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন, শিবির সমর্থক বলে পরিচিত সাবুকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্যও শিক্ষকদের একাংশ জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। সাবু শেষ পর্যন্ত নিয়োগ পাননি। আবার শিক্ষকমহলে অভিযোগ আছে, আওয়ামী লীগের শেষ সময়ে ছাত্রলীগ সমর্থক হিসেবে পরিচিত মামুনুর রশিদকে 'শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগে' নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা বদলের পর তা সম্ভব হয়নি।

চলতি বছর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভা
সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক আফতাব আহমা
বিরুদ্ধে পালিত কন্যাকে বেশি নম্বর ও আ
শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কম
দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। নিরীক্ষ
দায়িত্বে না থাকলেও তিনি পরীক্ষার
আসতেন বলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জান
গত বছর ১৪ জন শিক্ষার্থী অভি
করেছিলেন, অধ্যাপক আফতাব টিউটোরি
অন্যায়ভাবে তাদের কোনো নম্বর দেননি।

গত আগস্টে অধ্যাপক আফতাব আহ
প্রথম আলোর কাছে সবগুলো অভিযে
অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ
বিভাগের অধ্যাপক আতাউর রহমা
প্রশ্নফাঁসের ঘটনা চাপা দিতে তার বিরুদ্ধে এ
অভিযোগ তোলা হয়েছে। আর টিউটোরি
শিক্ষার্থীরা কাজ জমা না দেওয়ায় তিনি
দেননি। অন্য অভিযোগ সম্পর্কে ি
বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানু
নিজের সন্তান পরীক্ষা দিলে নিরীক্ষক হওয়া
না বা খাতা দেখা যায় না। কিন্তু পা
সন্তানের ক্ষেত্রে এমন কোনো নিয়ম নেই।

বাংলা বিভাগে ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে
হওয়া ছাত্রদের স্নাতক প্রথম ও দ্বিতীয় দুই বর্
সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব
ফলাফলের জন্য শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আন্দো
নামেন। এ ঘটনার জন্য বিভাগের সা
চেয়ারম্যান অধ্যাপক লুৎফর রহমান ও বর্ত
চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জা
পরস্পরকে দায়ী করেন। শিক্ষক রাজনীতি
অধ্যাপক লুৎফর রহমান বিএনপি-জামায়াত
সাদা দলে এবং অধ্যাপক জাফর বাম চীন
গোলাপি দলে সক্রিয়। অধ্যাপক রহ

শ্রেণীতে পাস করেছেন। কিন্তু ২০০৫ সালে বিভাগে প্রভাষক হিসেবে তিনি নিয়োগ পাননি, পেয়েছেন ফৌজিয়া খানম, স্নাতকে যিনি দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছেন। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদ *প্রথম আলোকে* জানান, তিনিসহ নিয়োগ নির্বাচনী কমিটির কয়েকজন সদস্য এ অনিয়মের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন। তারপরও সরকার সমর্থক শিক্ষকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ওই নিয়োগ দিয়েছেন।

২০০৫ সালের অক্টোবরে ইসলামী শিক্ষা বিভাগে জাহিদুল ইসলাম নামে এক প্রার্থীর ফলাফল অন্য সব প্রার্থীর চেয়ে ভালো হলেও তিনি প্রভাষক পদে নিয়োগ পাননি। অভিযোগ রয়েছে, তার ভাই ছাত্রলীগের একজন নেতা হওয়ার কারণেই তিনি বাদ পড়েছেন। এই পদে নিয়োগ সিন্ডিকেটে অনুমোদনের সময় তিনজন সদস্য তীব্র আপত্তি জানান। কিন্তু এবারও সরকার সমর্থক সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সে নিয়োগ চূড়ান্ত করেন।

একই সময়ে লোকপ্রশাসন বিভাগে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান উপাচার্যের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে, বিভাগে এবং ইনস্টিটিউটে এ ধরনের